

বাংলা কিউআর : বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতির নতুন অবকাঠামো

■ সঞ্জয় কুমার দত্ত

ডিজিটাল অর্থনীতির যুগে একটি দেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা শুধু উৎপাদনশীলতার ওপর নয়; অর্থ কীভাবে দ্রুত, নিরাপদ ও দক্ষভাবে প্রবাহিত হয়, তার ওপরও নির্ভর করে। এই বাস্তবতায় একটি কার্যকর ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামো এখন আর বিলাসবহুল নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত। উন্নত সড়ক, বিদ্যুৎ বা ইন্টারনেট যেমন একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভিত্তি, তেমনি একটি কার্যকর ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামোও আধুনিক অর্থনীতির অপরিহার্য অংশ। বাংলাদেশে সেই অবকাঠামো গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো বাংলা কিউআর (Bangla QR)। এটি শুধু একটি কিউআর কোড নয়; বরং এমন একটি জাতীয় ডিজিটাল পেমেন্ট-ব্যবস্থা, যা ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস), ব্যবসায়ী ও গ্রাহককে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করেছে।

মানবসভ্যতার অর্থনৈতিক ইতিহাস মূলত লেনদেনকে সহজ, নিরাপদ ও কার্যকর করার ইতিহাস। বিনিময় প্রথা থেকে ধাতব মুদ্রা, কাগজের নোট এবং আধুনিক ব্যাংকিং-প্রতিটি ধাপই অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য। প্রযুক্তি নির্ভর এই যুগে সেই বিবর্তনের সর্বশেষ ধাপ হলো ডিজিটাল পেমেন্ট-যেখানে অর্থের গতি বাড়ে, লেনদেনের ব্যয় কমে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনার পেছনে রাষ্ট্রকে উল্লেখযোগ্য ব্যয় বহন করতে হয়। নিরাপত্তাসহ কাগজ সংগ্রহ, নোট মুদ্রণ, পরিবহন, সংরক্ষণ, ক্ষতিগ্রস্ত নোট প্রত্যাহার এবং নতুন নোট ছাপানো-

সব মিলিয়ে এটি একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পরিবেশগত ব্যয় ও কার্বন ফুটপ্রিন্ট। ডিজিটাল লেনদেনের বিস্তার এসব ব্যয় কমাতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে কোভিড-১৯ মহামারির অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে-স্পর্শবিহীন (Contactless) লেনদেন শুধু সুবিধাজনক নয়; জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে গত এক দশকে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও মোবাইল অ্যাপভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা National Payment Switch Bangladesh (NPSB), Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) এবং Real Time Gross Settlement (RTGS) দেশের ডিজিটাল আর্থিক অবকাঠামোর ভিত্তি নির্মাণ করেছে। এর ফলে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি (Person-to-Person ev P2P), ব্যক্তি থেকে ব্যবসায়ী (Person-to-Merchant ev P2M) এবং ভবিষ্যতে সরকারি সেবার বিভিন্ন পেমেন্টও একটি ডিজিটাল অবকাঠামোর আওতায় আরো সহজ ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। বাংলা কিউআর সেই বিদ্যমান জাতীয় পেমেন্ট অবকাঠামোরই একটি স্বাভাবিক সম্প্রসারণ, যা ব্যাংক থেকে ব্যাংকে অর্থ স্থানান্তরের সীমা অতিক্রম করে প্রতিদিনের খুচরা লেনদেনকে ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে এসেছে।

দীর্ঘদিন ধরে একটি বড় সীমাবদ্ধতা ছিল-প্রতিটি ব্যাংক ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস নিজেদের পৃথক কিউআর ব্যবহার করত। ফলে একই দোকানে একাধিক কিউআর স্টিকার রাখতে হতো এবং একজন গ্রাহক সব সময় অন্য প্রতিষ্ঠানের

কিউআর ব্যবহার করতে পারতেন না। এই সমস্যার কার্যকর সমাধানই বাংলা কিউআর।

বাংলা কিউআরের প্রকৃত শক্তি একটি কিউআর কোডে নয়, এর আন্তঃসংযোগ (Interoperability)-এ। একজন ব্যবসায়ীর একটিমাত্র বাংলা কিউআর থাকলেই অংশগ্রহণকারী সব ব্যাংক ও অনুমোদিত মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের গ্রাহক একই কিউআর ব্যবহার করে মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। এতে ব্যবসায়ীর প্রযুক্তিগত জটিলতা ও পরিচালন ব্যয় কমে, গ্রাহকের জন্য লেনদেন আরো সহজ হয়। একটি অভিন্ন মানদণ্ডের কারণে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় সংযোগ গড়ে ওঠে এবং প্রতিযোগিতামূলক ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম তৈরি হয়। বাংলা কিউআরের শক্তি কোনো একক ব্যাংক নয়, আন্তঃসংযোগে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংক ইতিমধ্যে তাদের মোবাইল অ্যাপে বাংলা কিউআর সংযুক্ত করেছে।

বাংলা কিউআরের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা শহরের বড় বিপণিবিতানে নয়; বরং গ্রামীণ অর্থনীতিতে। একজন কৃষক ফসল বিক্রির মূল্য, একজন মাছচাষি মাছ বিক্রির আয়, গ্রামের একটি মুদি দোকান বা হাট-বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দৈনন্দিন বিক্রির অর্থ এবং একজন নারী উদ্যোক্তা বা কুটিরশিল্পের উদ্যোক্তা তাদের পণ্যের মূল্য সরাসরি ব্যাংক হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। এতে নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি কমে, লেনদেনের স্বচ্ছতা বাড়ে এবং আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সংযোগ আরো শক্তিশালী হয়।

বাংলা কিউআরের সবচেয়ে বড় অবদান আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে। শুধু একটি ব্যাংক হিসাব খুলে দেওয়াই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নয়; সেই হিসাবকে নিয়মিত আর্থিক কর্মকাণ্ডের অংশ করে তোলাই প্রকৃত অন্তর্ভুক্তি। একজন কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নারী উদ্যোক্তা কিংবা কুটিরশিল্পের উদ্যোক্তা যখন প্রতিদিনের লেনদেনে বাংলা কিউআর ব্যবহার করবেন, তখন তার ব্যবসার একটি নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল লেনদেনের ইতিহাস তৈরি হবে। এই ডিজিটাল লেনদেনের ইতিহাস ভবিষ্যতে একটি বিকল্প ঋণযোগ্যতার প্রোফাইল গঠনে সহায়তা করতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবে ডিজিটাল লেনদেনের তথ্য ব্যবহার করে বিকল্প ঋণযোগ্যতা মূল্যায়নের প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশেও এই তথ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। যাদের প্রচলিত জামানত বা দীর্ঘ ব্যাংকিং ইতিহাস নেই, তাদের নিয়মিত ডিজিটাল লেনদেনই ঋণযোগ্যতা মূল্যায়নের একটি কার্যকর ভিত্তি হতে পারে।

এই পরিবর্তন বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু প্রযুক্তি চালু করাই যথেষ্ট নয়; ব্যবসায়ী ও গ্রাহকদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি, সহজ নিবন্ধন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, দ্রুত কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং ডিজিটাল আর্থিক শিক্ষার প্রসার ঘটানোও সমান জরুরি। একই সঙ্গে ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, বাংলাদেশ ব্যাংক, তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী সংগঠনকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। কারণ ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার সাফল্য কোনো একক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে না; এটি একটি সমন্বিত ইকোসিস্টেমের সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল।

তবে বাংলা কিউআরের সামনে কিছু বাস্তব চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এখনো অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নগদ অর্থার্থেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ মনে করেন। অনেক এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ, স্মার্টফোন ব্যবহার, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং ডিজিটাল দক্ষতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তার স্পর্শকাতরতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহকের আস্থা অর্জনও বড় চ্যালেঞ্জ। তাই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের আচরণগত পরিবর্তন, ডিজিটাল সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং ডিজিটাল প্রতারণা, ফিশিং ও সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। ডিজিটাল অর্থনীতির সাফল্য কেবল প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে মানুষের অংশগ্রহণ, নীতিগত ধারাবাহিকতা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত উদ্যোগের ওপর। তাই বাংলা কিউআরের ব্যবহার বৃদ্ধিতে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ, ব্যবহারবান্ধব মোবাইল অ্যাপ, দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। একই সঙ্গে সরকারি সেবা, স্থানীয় বাজার, গণপরিবহন, কৃষিপণ্য বিপণন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় বাংলা কিউআরের ব্যবহার যত বাড়বে, ততই এর প্রকৃত অর্থনৈতিক সুফল দৃশ্যমান হবে।

বিশ্ব দ্রুত নগদানির অর্থনীতির থেকে ডিজিটাল অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা শুধু উৎপাদনে নয়; বরং লেনদেনের গতি, দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতার ওপরও নির্ভর করবে। যে দেশ তার ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামোকে যত শক্তিশালী করবে, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তার অবস্থানও তত সুদৃঢ় হবে। সেই বিবেচনায় বাংলা কিউআর বাংলাদেশের জন্য

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের চেয়েও অনেক বেশি একটি কৌশলগত অর্থনৈতিক অবকাঠামো।

সামনের দিনে ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো স্বচ্ছ আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে আরো সহজে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির অংশ হয়ে উঠবে। সে দিনটি শুধু একটি নতুন প্রযুক্তির সাফল্য হবে না; বরং বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতির আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ ও আধুনিক হয়ে ওঠার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। সেই ভবিষ্যতে গড়ে তোলার ভিত্তি আজই নির্মিত হচ্ছে বাংলা কিউআরের মাধ্যমে। এই রূপান্তর সফল হলে একটি দক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হবে। বাংলা কিউআর শুধু একটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়; এটি একটি নতুন অর্থনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা। এটি শুধু একটি কিউআর কোড নয়—এটি বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতির নতুন ভাষা।

- লেখক: মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক